

(Knowledge) (জানা)	ইত্যাদি স্মৃততে ধরে রাখা এবং স্মরণ করতে পারা।	উল্লেখ করতে পারবে। কবিতা ইত্যাদি মুখস্থ বলতে ও লিখতে পারবে।
বোধ (Understanding) (বুঝতে পারা)	যে সব তথ্য জানা হয়েছে সেগুলির প্রকৃত অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারা।	কোন তথ্য সংজ্ঞা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবে। আক্ষরিক অর্থের অতিরিক্ত অর্থ বলতে পারবে। নিজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। সারসংক্ষেপ করতে পারবে। শিরোনাম দিতে পারবে। একটির সঙ্গে অন্য একটির সাদৃশ্য, পার্থক্য বলতে পারবে।
প্রয়োগ (Application) (কাজে লাগানো)	কোন কিছু বোঝার পর তাকে কাজে লাগিয়ে অন্য কোন কিছু করতে পারা।	অঙ্কের নিয়ম বা ব্যাকরণের নিয়ম ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে পারবে। উদাহরণ খুঁজে বের করতে পারবে। বাস্তব জীবনে শেখা তথ্য কাজে লাগাতে পারবে ইত্যাদি।
দক্ষতা (Skill) (কাজ করার কুশলতা)	হাতে কলমে বা শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে নিপুণভাবে কাজ করার কুশলতা।	হাতের লেখা, ছবি আঁকা, সঠিক উচ্চারণে পড়া ও আবৃত্তি করা, ম্যাপ আঁকা ও স্থান চিহ্নিত করা জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন, অভিনয়, গান করতে পারা ইত্যাদি।

সারণি ১০ : শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত আচরণ

অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখন (Learning by Insight) :

থর্গডাইক, পাভলভ, স্কিনার প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা শিখনের যে সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন তাতে প্রাণির আচরণের পরিবর্তন বা নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকে বলা হয়েছে শিখন। যে আচরণ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, বোঝা যায়, প্রয়োজন হলে পরিমাপ করা যায় এবং শিখনের ফলে আচরণের কী ধরনের

পরিবর্তন হবে তা আগে থেকেই অনুমান করা যায় তাঁরা সেইসব আচরণের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। তাঁরা আচরণ বলতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ করাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ কোন বিশেষ একটি উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া করতে শেখাই শিখনের উদ্দেশ্য। যেমন, শিক্ষক কোন প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থী যদি উত্তর দিতে পারে, তবে শিক্ষক মনে করেন, ওই ছাত্র বা ছাত্রী শিখনে পেরেছে বলেই উত্তর দিতে পেরেছে। এখানে প্রশ্নকে যদি বলা হয় উদ্দীপক তবে উত্তর দেওয়ার কাজটি হল প্রতিক্রিয়া। তা ছাড়াও উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগসাধন করার পদ্ধতি এক একটি তত্ত্বে আলাদা। থর্নডাইকের তত্ত্বে, প্রচেষ্টা ও ভুল, পাবলভের তত্ত্বে স্বাভাবিক উদ্দীপকের মাধ্যমে অনুবর্তন সৃষ্টি আর স্কিনারের তত্ত্বে আচরণের প্রবলন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগের কারণ বা পদ্ধতি।

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী যে মানসিক প্রক্রিয়া যা বাইরে থেকে দেখা যায় না বা বোঝা যায় না। অথচ সেটাকে বাদ দিয়ে যে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক সঠিকভাবে বোঝা যায় না, এইসব প্রশ্নকে ওই তত্ত্বগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর ছাত্র কীভাবে দিল? সে কি তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত তথ্য থেকে উত্তর দিল? যদি তাই হয় তবে সে কীভাবে সংরক্ষণ করেছিল? অথবা ছাত্রটি কি একাধিক পূর্ব অভিজ্ঞতা একত্রিত করে নতুন করে উত্তরটি তৈরি করে নিয়েছে? এইসব প্রশ্নের উত্তর উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বে মেলে না।

বিগত শতাব্দীর গোড়া থেকেই একদল মনোবিজ্ঞানী উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যান্ত্রিকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার তত্ত্বে বাতিল করে দিয়েছিলেন। আর্কিমিডিসের সুপরিচিত কাহিনীতে দেখা যায় দীর্ঘদিন তিনি রাজার সোনার মুকুটে অন্য ধাতু মেশানো হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান নি। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় মুকুটটি না ভেঙে এই প্রশ্নের উত্তর কোন পদ্ধতিতে পাওয়া যাবে তা স্থির করা যায়নি। পরবর্তী ঘটনা আমরা সকলেই জানি। চৌবাচ্চার নেমে স্নান করতে গিয়ে উপচে পড়া জল দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল, শরীরের আয়তন যতটা ততটা জল উপচে পড়েছে। এই চিন্তা থেকেই তিনি একটি অনিয়ত আকারের বস্তুর আয়তন ও আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) পরিমাপ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তাঁর প্রশ্নেরও উত্তর পেলেন। এই ঘটনা ও নতুন পদ্ধতি শেখার প্রক্রিয়াকে কোন ভাবেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ হিসাবে ব্যাখ্যা

করা যায় না। যাঁরা শিখনের উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব স্বীকার করেন নি তাঁদের বলা হয় সমগ্রতাবাদী। জার্মান ভাষায় কোন কিছুর সমগ্ররূপ বা নক্সাকে বলা হয় গেস্টলট (Gestalt)। সেইজন্য এদের তত্ত্ব গেস্টলট তত্ত্ব (Gestalt Theory) নামেও পরিচিত।

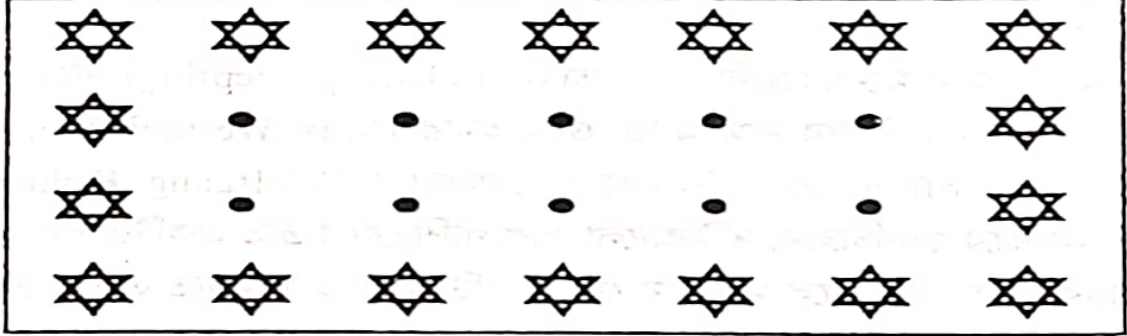
তিনজন জার্মান মনোবিজ্ঞানী দৃষ্টি প্রত্যক্ষণ (Visual perceiving) নিয়ে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের নাম ম্যাক্স ওয়ার্দাইমার (Max Wertheimer), কুর্ট কফ্কা (Kurt Koffka) এবং উল্ফগ্যাঙ্ক কোয়েলার (Wolfgang Kohler)। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখছিলেন, দুটি আলো পাশাপাশি রেখে দ্রুত একটির পর আর একটি বারবার জ্বালানো হলে মনে হয় যেন একটি আলোই ক্রমাগত এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। ঠিক যেমন আমরা দেখি কোন পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জায় অনেকগুলি ছোট ছোট স্থির আলো দ্রুতগতিতে একটির পর একটি জ্বালালে মনে হয় একটি আলোই ছুটে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যদি আমরা আলোগুলিকে আলাদা আলাদা করে দেখি, অর্থাৎ একটি আলো জ্বালানোর একমিনিট পরে আর একটি আলো জ্বলে, তবে গতির প্রত্যক্ষণ হয় না। যখন আমরা সমগ্র ক্ষেত্রটিকে একসঙ্গে দেখি তখনই আমাদের গতির প্রত্যক্ষণ হয়। অথচ প্রত্যেকটি আলোই তার নিজের জায়গায় স্থির হয়ে আছে। সত্যিকারের গতি নেই অথচ আমরা গতি দেখতে পাচ্ছি, এরকম গতিকে বলা হয় আপাতগতি (Apparent movement)।

গেস্টলট মনোবিজ্ঞানীরা আপাতগতির ব্যাখ্যা হিসাবে বলেছেন সমস্ত আলোগুলি মিলে একটি অখণ্ড প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সামগ্রিকভাবে এই ক্ষেত্রটির একটি বিশেষ সংগঠন বা নক্সা আছে। এই সংগঠনটি টুকরো টুকরো করে দেখলে বোঝা যায় না। সমগ্র নক্সাটি বুঝতে পারলেই আপাতগতির অনুভূতি হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষণ হোক, বা কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াই হোক সমগ্র পরিস্থিতিটি না অনুধাবন করলে তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা সংগঠন প্রত্যক্ষণের কয়েকটি সাধারণ সূত্রের কথা বলেছেন।

প্রত্যক্ষণের সূত্র (Laws of Perception) :

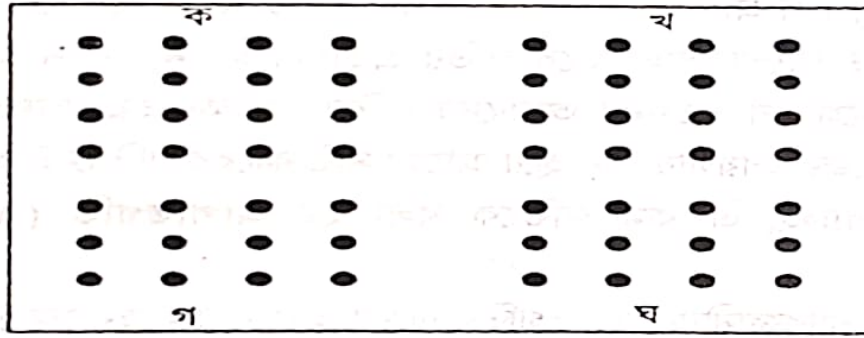
● সাদৃশ্যের সূত্র (Law of similarity) : প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রটিতে (Field) একই রকমের উপাদানগুলি একত্রে একটি নক্সা হিসাবে আমাদের কাছে ধরা দেয়। ১১(ক) চিত্রটিতে এবং তারা ও বিন্দু চিহ্নগুলি আয়তক্ষেত্রের মত দেখাচ্ছে কিন্তু

তার মধ্যেও তারা চিহ্নগুলি মিলে একটি আলাদা আকৃতি সৃষ্টি করেছে। এখানে ● চিহ্নগুলি তারা চিহ্নের সংগঠনের পটভূমি (Ground) হিসাবে কাজ করেছে মাত্র। অর্থাৎ সদৃশ বা একরকম দেখতে চিহ্নগুলি আলাদা নক্সা তৈরি করেছে।



চিত্র নং ১১(ক) : সাদৃশ্যের সূত্র

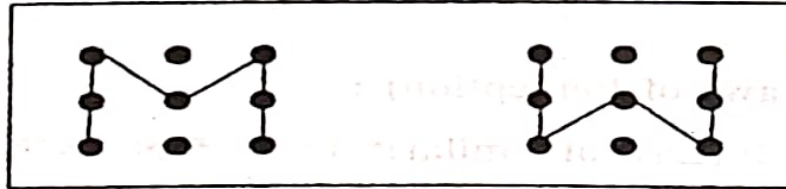
● নৈকট্যের সূত্র (Law of proximity) : যেসব উপাদানগুলি কাছাকাছি থাকে তারা নিজেদের মধ্যে আলাদা সংগঠন তৈরি করে।



চিত্র নং ১১(খ) : নৈকট্যের সূত্র

১১(খ) চিত্রে ক, খ, গ ও ঘ গুচ্ছের ● চিহ্নগুলি কাছাকাছি আছে। সেজন্য চারটি আলাদা আয়তক্ষেত্রের মত দেখাচ্ছে।

● ধারাবাহিকতার সূত্র (Laws of continuity) : পরস্পর সংযুক্ত উপাদানগুলি সহজেই নক্সার আকারে সংগঠিত হয়।



চিত্র নং ১১(গ) : ধারাবাহিকতার সূত্র

১১(গ) চিত্রটিতে দুটি অংশে একই সংখ্যক বিন্দু আছে। তার মধ্যে কয়েকটি সংযুক্ত করায় বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে W আবার ওই একই বিন্দুগুলিকে ভিন্নভাবে যুক্ত করায় মনে হচ্ছে M।

● **পরিচিতির সূত্র (Law of familiarity) :** যে সংগঠন আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে আমাদের কাছে সেই সংগঠনটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জিজ্ঞাসাচিহ্ন আমাদের সুপরিচিত। সেজন্য আকাশের কাছাকাছি থাকা সাতটি তারাকে আমরা দেখি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত (সপ্তর্ষিমণ্ডল)। বউকথাকও পাখি সত্যি সত্যিই 'বউ কথা কও' উচ্চারণ করে না। কথাটি অতিপরিচিত বলেই আমরা পাখির ডাকটি ওইভাবে সংগঠিত করি। অন্য দেশে ওই পাখির ডাককে অন্যরকম মনে করা হয়। কারণ তাদের ভাষায় বউ কথা কও এই শব্দগুলি নেই।

শিখনের তত্ত্ব (Theory of learning) :

সমগ্রতাবাদীদের এই চারটি সূত্র তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করায় বিশেষ সাহায্য করেছে। তাদের মতে প্রাণি যখন কোন কিছু শেখে তখন শিখনের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে একটি সংগঠিত নক্সা হিসাবে প্রত্যক্ষণ করে। যখন সঠিক নক্সাটি প্রত্যক্ষণ করা সম্ভব হয়, তখনই প্রাণি সঠিক আচরণ করতে পারে অর্থাৎ তখনই তার শিখন সম্পন্ন হয়। সুতরাং সমগ্রতাবাদীদের মতে শিখনের সংজ্ঞা ভিন্ন।

শিখনের সমগ্রতাবাদী সংজ্ঞা (Definition of Gestalt learning) :

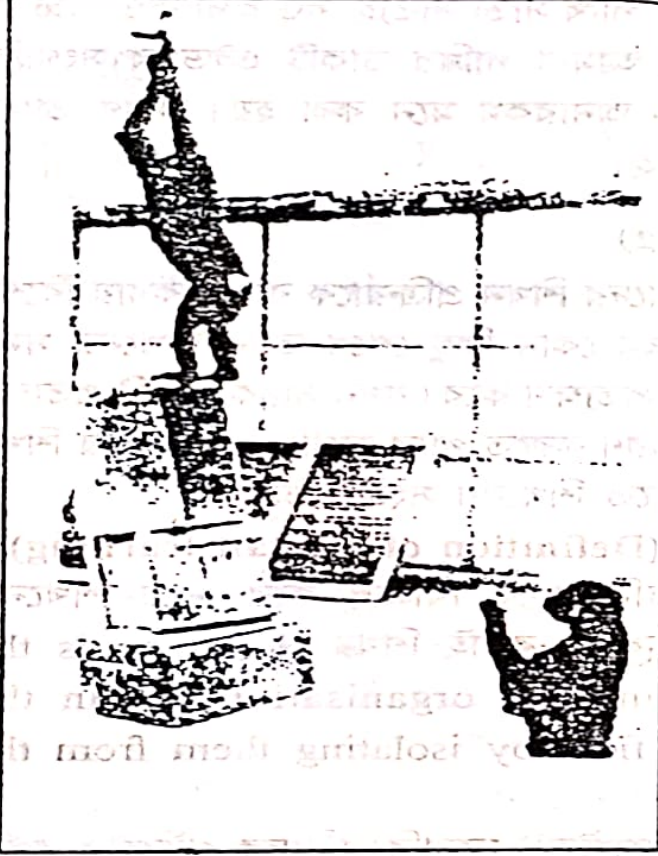
কোন শিখনের ক্ষেত্রে পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শিখনের উপাদানগুলির সংগঠনটি অনুধাবন করাই শিখন (Learning is the process of understanding the organisation within the elements in a learning field by isolating them from the ground)।

এই সংজ্ঞাটি সহজে বোঝা যায় গেস্টলট মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষার বর্ণনা থেকে।

কোয়েলার টেনেরিফ নামক নিজস্ব দ্বীপে কয়েকটি শিম্পাঞ্জি পুষেছিলেন। সমগ্রতার তত্ত্ব পরীক্ষা করার জন্য তিনি শিম্পাঞ্জির খাঁচায় কয়েকটি কলা ঝুলিয়ে দিলেন। কলাগুলি এমন উচ্চতায় ঝোলানো হল যে হাত দিয়ে বা লাফ দিয়ে কলাগুলির নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটি কাঠের বাক্স। একটি বাক্সের উপর উঠে দাঁড়ালেও কলা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাক্স দুটি একটির উপরে আর একটি রাখলে কলা পর্যন্ত হাত পৌঁছায়। কোয়েলার একে একে সব শিম্পাঞ্জির উপর পরীক্ষা করলেন। প্রত্যেকেই অনেক চেষ্টা করে হতাশ হয়ে

হাল ছেড়ে দিল। সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জি ছিল খুব বুদ্ধিমান। কোয়েলার তার সামনে এক হাতের উপর আর একটি হাত রেখে ইঙ্গিত দিতে থাকলেন। হঠাৎ শিম্পাঞ্জিটি একটি কাঠের বাস্কের উপর আর একটি কাঠের বাস্ক রেখে কলা নামিয়ে নিল। এরপর আর ভুল হয়নি। পরবর্তী পরীক্ষায় সুলতান সহজেই কলার নাগাল পেতে শিখে গেল।

কোয়েলারের মতে, শিম্পাঞ্জি যতক্ষণ পর্যন্ত কলা, কলার উচ্চতা, কাঠের বাস্ক



চিত্র নং ১২ : কোয়েলারের পরীক্ষা

দুটি এগুলিকে আলাদা করে দেখেছে এবং চিন্তা করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে কলার নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়নি। যে মুহূর্তে সে এগুলিকে বাকি সবকিছু থেকে আলাদা করে নিয়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটি বুঝতে পেরেছে তখনই সে কৌশলটি শিখতে পেরেছে।

পরবর্তী পরীক্ষায় এবার কলা রাখা হল খাঁচার বাইরে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না। খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটি লাঠি। যে কোন একটি লাঠি দিয়ে কলা টেনে আনা যায় না কিন্তু দুটি লাঠি একসঙ্গে জুড়ে আনা যায়। এবারও কোয়েলার দুই হাতের আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে আপনমনে খেলতে থাকলেন। তখন সুলতানও লাঠি দুটি নিয়ে একইরকম

খেলা শুরু করল। লাঠি দুটি জুড়ে নিয়ে হঠাৎ সেটি দিয়ে কলা টেনে নিয়ে এল শিম্পাঞ্জিটি। কৌশলটি শেখা হল। দুই পরীক্ষার বেলাতেই হঠাৎ শিম্পাঞ্জিটি যেন আলো দেখতে পেয়েছে। আচমকা তার মনে সঠিক সংগঠনটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সংগঠন প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে এই আকস্মিক প্রক্রিয়াকে কোয়েলার বলেছেন অন্তর্দৃষ্টি (Insight)। এই কারণে গেস্টল্ট শিখনকে বলা হয় অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Learning of Insight)।

অন্তর্দৃষ্টির সংজ্ঞা (Definition of Insight) : আকস্মিক আলো জ্বলে

ওঠার মত শিখনের ক্ষেত্রে সঠিক সংগঠন প্রত্যক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি সমস্ত সমস্যা সমাধানমূলক শিখনের প্রকৃত ভিত্তি (The Process of perceiving the right configuration in the field of learning like sudden illumination is called insight. Insight is the true basis of all problem solving learning)।

আর্কিমিডিসের গল্লেও আমরা এই আকস্মিক আলো দেখার কথা লক্ষ করি। এই জন্যই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ইউরেকা বলতে বলতে রাস্তায় ছুটেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানীরা দেখছেন সংগঠন প্রত্যক্ষণের এই প্রক্রিয়া আদৌ আকস্মিক নয়। বরং খুব সুশৃংখল মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্রতাবাদের প্রয়োগ :

কিছু কিছু উদাহরণের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষায় সমগ্রতাবাদের প্রয়োগ উল্লেখ করা যেতে পারে।

নীতি/সূত্র	প্রয়োগ	উদাহরণ
সমগ্রতা বা সংগঠন প্রত্যক্ষণ	বিষয়বস্তু উপস্থাপনার সময় প্রথমে সমগ্ররূপটি পরে তার খুঁটিনাটি অংশ উপস্থাপন করতে হবে। অংশ থেকে সম্পূর্ণতে নয়, সম্পূর্ণ থেকে অংশে আসতে হবে।	পরিবেশ দূষণের সমগ্ররূপটি সংক্ষেপে উল্লেখ করে পরে আলাদাভাবে জল, বায়ু ইত্যাদি দূষণের প্রসঙ্গে যেতে হবে। কবিতাটি প্রথমেই অংশবিশেষ না পড়িয়ে, সমগ্র কবিতাটি পাঠ করতে হবে। তারপর অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা করতে হবে।
আকৃতি ও পটভূমি	শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তার আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে শিক্ষার্থী যাতে পৃথক করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।	যেমন, 'বিদ্যেবোঝাই বাবুশাই' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়— যে বিদ্যা বাস্তবজীবনে কাজে লাগেনা তা অসার।
সাদৃশ্যের নীতি	বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য তুলে ধরলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজে সেগুলি সংগঠিত করা সম্ভব হয়।	মটর, অপরাজিতা, সিম, ইত্যাদি ফুলের গঠনগত সাদৃশ্য ও তাদের ফলের সাদৃশ্য আবিষ্কার করলে সেগুলিকে আলাদা করে জানার দরকার হয় না।
নেকটোর নীতি	যেসব শিক্ষণীয় বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত সেগুলির উপস্থাপনে সময়ের ব্যবধান কম হওয়া	১। যদি পাঠ্য বিষয় হয় কোন শব্দ ও তার বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্যগঠন, তবে তা একসঙ্গেই

নীতি/সূত্র	প্রয়োগ	উদাহরণ
	দরকার এবং মধ্যবর্তী কোন বাধা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।	করা উচিত। বিপরীত শব্দ শেখার অনেকদিন পরে আবার বাক্যগঠন শেখানো ঠিক নয়। ২। কোন পাঠ্যাংশের জন্য যদি দুই বা তার বেশি পাঠ দরকার হয়, তবে পাঠগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশি না হওয়া উচিত।
ধারাবাহিকতার নীতি	যদি বিভিন্ন পাঠ্যাংশের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঠের সূত্র ধরে পরবর্তী পাঠ শুরু করা যায় তবে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং পাঠ্যবিষয় সহজে সংগঠিত হবে।	নতুন পাঠ শুরু করার সময় পূর্ববর্তী পাঠের বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার এবং তার পক্ষে বর্তমান পাঠের সম্পর্ক স্পষ্টভাষায় বলা দরকার। ল.সা.শু. শেখানোর সময় কোন সংখ্যার গুণনীয়কগুলির ধারণা আবার উল্লেখ করা প্রয়োজন। সন্ধি পড়ানোর সময় বর্ণ বিশ্লেষণ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।
পরিচিতির নীতি	যে অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থী ইতিমধ্যেই লাভ করেছে পাঠের সময় সেই অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে হবে।	শিক্ষার্থীদের পরিবেশে স্বাভাবিক ও সহজলভ্য বিষয়কে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা দরকার। ছেলেমেয়েরা জানে যে গাড়িতে করে কোথাও যাওয়ার সময় মনে হয় সব কিছু উল্টোদিকে ছুটছে। এই অভিজ্ঞতাকে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্রের গতি বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি ১১ : সমগ্রতাবাদের নীতিগুলির প্রয়োগ

নির্মিতবাদ : অর্থবহ শিখন (Constructivism : Meaningful learning)

গেস্টলট মনোবিজ্ঞানীরা সামগ্রিকতাবাদ সম্পর্কে যে প্রাথমিক ধারণা দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাকে আরও কার্যকর ও বাস্তবমুখী তত্ত্বে পরিণত করেন ব্রুনার, অসুবেল, গ্যানে প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা। বাস্তবমুখী বলার অর্থ, তাঁরা সরাসরি